করিয়া থাকে। দেবগণ তাহা সহিতে না পারিয়াই নানারূপ বিঘ্ন আচরণ করে।

কিন্তু যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মে দেবগণের নিজ নিজ প্রাপ্যভাগ অর্পণ করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি কিন্তু দেবগণ কোনই বিঘ্ন আচরণ করে না। তোমার ভক্তগণের প্রতি দেবগণ যে এত বিঘ্ন আচরণ করে, তাহার মূল কারণ—পরশ্রীকাতরতারূপ মাৎসর্য্য। "অর্থাৎ এতদিন পর্য্যন্ত যে আমাদের পায়ের নীচে ছিল, এখন সে একান্তভাবে শ্রীহরিভজন করিয়া আমাদের মাথার উপরে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে চলিয়া যাইবে, ইহা কেমন করিয়া সহিতে পারি"—এইরূপ মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়াই বিবিধ বিঘ্ন আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐসকল বিবিধ বিঘ্নেও নিষ্কাম ভক্তগণের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। যেহেতু ভক্তগণ-বল্লভ তুমি সেইসকল নিষ্কাম ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর বলিয়া তাঁহার দেবগণকৃত বিঘ্নসকলের মস্তকে পা দিয়া পরমানন্দে তোমার আনন্দময় শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। "ত্বমবিতা যদি বিঘ্ন-মূর্দ্ধি"—এই শ্লোকের 'যদি' শব্দটী নিশ্চয়ার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে; যেমন "যদি বেদ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আমার কথাও প্রমাণ হইবে"। এ স্থলে যেমন 'যদি' শব্দটী নিশ্চয়ার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন বেদের অপ্রমাণ্য কোন কালেই নাই, তেমনি আমার কথারও অপ্রমাণ্যও কোন কালেই নাই; এই অভিপ্রায়েই শ্লোকে 'যদি' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। তোমার ভক্তগণের দেবগণকৃত বিঘ্নে কোনও অনিষ্ট ত করিতে পারেই না, প্রত্যুত সেইসকল বিঘ্ন অতি উচ্চতম স্থান তোমার বৈকুণ্ঠলোকে আরোহণ করিবার সোপান (সিঁড়ি) হইয়া থাকে।

শ্রীবিদেহ মহারাজ শ্রীদ্রবিড় যোগীন্দ্রের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া যাহারা সংসার-সুখেই আবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাদের যে দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহা শ্রীচমস যোগীন্দ্রের নিকটে "প্রায়শঃ মানুষ শ্রীভগবান্‌কে ভজন করে না। সেই অশান্তকাম মানুষের কি দুরবস্থা হয়, তাহাই আমার নিকট বলুন"—এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন। সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিবার জন্য সেই অভজনকারী চারিবর্ণী চারি আশ্রমীর শ্রীভগবান্‌কে ভজন না করিলে যে গুরুতর প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে, তাহাই "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদি পৌনে দুই শ্লোকে বলিতেছেন। শেষে একটি চরণে তাহাদের যে দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহাই "স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" অর্থাৎ তাহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে—এইরূপ